ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -১৭৮৬
আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

এন এস এস সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে সমাজের জন্য কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

সাফল্যের মূলমন্ত্র হল নিয়মানুবর্তিতা, দৃঢ়তা আর সংকল্প। এই ভাবধারায় জীবনধারাকে চালিত করতে পারলে সাফল্য আসবেই। এই আদর্শ নিয়েই কাজ করছে এন এস এস। আজ আগরতলা টাউন হলে এন এস এস এর স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন ও দুদিন ব্যাপী ষষ্ঠ রাজ্য ভিত্তিক এন এস এস এর উৎসবের উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন কোন ব্যক্তিকে সফল হতে গেলে, অবশ্যই তাকে শৃঙ্খলাপরায়ন হতে হবে। তিনি কোন ক্ষেত্রে কাজ করছেন সেটা মুখ্য বিষয় নয়। নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গেলে যে কোন ক্ষেত্র থেকেই ব্যক্তি সাফল্য পেতে পারেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর অন্যতম নিদর্শন। নিয়মানুবর্তিতা, দৃঢ়তা আর কাজ করার সংকল্পকে আদর্শ করে দেশকে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি অবিচল। দেশের অর্থনীতিতে যেমন তাঁর সুদুর প্রসারী চিন্তাধারা প্রতিফলিত হচ্ছে, তেমনি পরিবেশ রক্ষায়ও তিনি অগ্রনী ভূমিকা নিচ্ছেন। কর্পোরেট সেক্টরে করছাড় দেওয়ায় দেশে আর্থিক লগ্নি বৃদ্ধি পাবে। এতে অর্থনীতি মজবুত হবে। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে তিনি যে জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছেন তা অধিকতর সহজ হবে। তিনি বলেন, এন এস এস সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে সমাজের জন্য কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্য রাখার সময় সুকান্ত সরকার নামক একজন এন এস এস স্বেচ্ছাসেবককে অভিনন্দন জানান, যিনি ৩৯ বছর বয়সে ৬৪ বার রক্তদান করেছেন। সুকান্ত সরকারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি এন এস এস স্বেচ্ছাসেবকদের সামাজিক কাজে অনুপ্রাণিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধ করতে প্রধানমন্ত্রী ‘একবারের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিক‘ থেকে ভারতকে মুক্ত করতে চাইছেন। রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানকে সামনে রেখে একবারের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিক মুক্ত করার সংকল্প নিতে হবে। রাজ্যকে সার্বিক দিক দিয়ে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যেতে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়ে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন উন্নয়ন শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রীক হবে এমন নয়, শহরের পাশাপাশি গ্রামস্তরের ব্যাপক উন্নয়নেও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। জনজাতিদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। জনজাতি অধ্যুষিত ১২টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। এই ১২টি ব্লকের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হবে যেন ঐ ব্লকগুলি তিনবছরের মধ্যে অন্যান্য ব্লকের সমপর্যায়ে পৌছতে পারে। তিনবছরে এই ১২টি ব্লকের উন্নয়নে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তিনি বলেন সরকার প্রতিটি পরিবারের জন্যই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চাইছে। স্ব-উদ্যোগীদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে।

২য় পাতায়

আগরতলা শহরকে আধুনিকতম শহর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মানের জন্য সরকার নির্মানক্ষেত্রে নিয়মনীতি সংশোধন করেছে। ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাধ্যমে বহুতলবিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য লাইট হাউস নির্মানেও সরকার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। আই টি হাব, চক্ষু হাসপাতাল, শিশুদের জন্য আলাদা হাসপাতাল, ফাইভ স্টার হোটেল ইত্যাদি আধুনিকতম পরিকাঠামোয় ত্রিপুরাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এন এস এস-এর স্বর্ণজয়ন্তী ও রাজ্যভিত্তিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'সেবা'-এর মলাট উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে যুববিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব বলেন, সমাজসেবার মধ্যদিয়ে ছাত্র, যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এন এস এস এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁর জন্মশত বর্ষে ১৯৬৯ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর এই জাতীয় সেবা প্রকল্পের সূচনা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯০ বছরের দীর্ঘ ইংরেজ শাসনে ক্ষতবিক্ষত ভারতকে পুনরায় নির্মান করা এবং সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা। বর্তমানে দেশের ৩০০টির বেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা সংসদের অধীনে ৩৯ লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন। তারা সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ত্রিপুরায় এন এস এস এর বিভিন্ন সামাজিক কাজের কথা উল্লেখ করে তিনি এর প্রসংশা করেন। তিনি বলেন এন এস এস স্বেচ্ছাসেবকদের সেবামূলক মানসিকতা রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি প্লাস্টিকমুক্ত ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার আহবান জানান। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি নিয়মিতভাবে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রাখার আহবান জনান।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এন এস এস এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা দীপক কুমার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এন এস এস এর স্টেট নোডাল অফিসার ড. চিত্রজিৎ ভৌমিক। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসুও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সেবামূলক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য ৭ জন এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার ও তৎসঙ্গে ৭টি এন এস এস ইউনিট, ২৫ জন এন এস এস স্বেচ্ছাসেবক, বিশেষ সেবামূলক কাজে উৎকর্ষতার জন্য ওপেন এন এস এস এর প্রোগ্রাম অফিসার ও অপর একজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিরা তাদের হাতে স্মারক তুলে দেন । দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মত বিনিময় আলোচনা, সচেতনতামূলক আলোচনাসভা ইত্যাদি কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হবে ।

*****